ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ডাপোগ বীজতলা তৈরি পদ্ধতি

ডাপোগ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করা হয় পাকা মেঝে অথবা উচু স্থানে পলিথিন শীটের উপর। জমির চারদিকে কাঠ, ইট বা কলাগাছের বাকল দিয়ে চৌকোনা করে নিতে হবে। এরপর পলিথিন বা কলাপাতা (মধ্য শিরা তুলে নিয়ে) বিছিয়ে তার উপর ঘন করে অঙ্কুরিত বীজ বুনতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ১ কেজি পরিমাণ বীজ ফেলতে হবে এবং হাত বা এক টুকরা কাঠের সাহায্যে হালকা চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে (দিনে দুই বার, ৩-৬ দিন পর্যন্ত)।

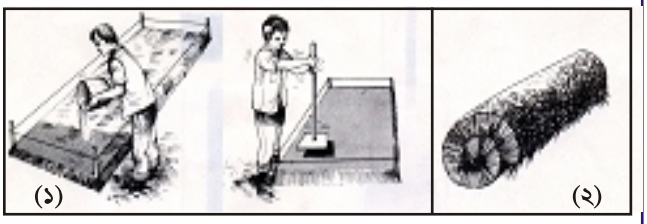

ডাপোগ বীজতলা প্রস্তুতকরণ (১) এবং রোল করা অবস্থায় চারা (২)

ডাপোগ বীজতলার পরিচর্যা এবং চারা ব্যবহার

এরূপ বীজতলায় চারা মাটি থেকে কোন খাদ্য বা পানি গ্রহণ করতে পারে না বলে ৫-৬ ঘন্টা পর পর বীজতলা ভিজিয়ে দিতে হবে যাতে চারার শিকড় পানির সংস্পর্শে থাকে এবং শুকিয়ে মারা না যায়। এই পদ্ধতিতে বীজতলা করা হয় সেসব স্থানে, যেখানে পানি সরবরাহ নিশ্চিত আছে এবং আগাম চারা রোপণ (অল্প বয়সের চারা) জরুরি। এরূপ বীজতলার জন্য স্বল্প পরিমাণ স্থান আবশ্যক। ৩০-৪০ বর্গমিটারের ডাপোগ বীজতলার চারা দিয়ে প্রায় এক হেক্টর জমি রোপণ করা যায় এবং এক্ষত্রে ১৪ দিনেই চারা রোপণ উপযোগী হয়। ডাপোগ পদ্ধতির বীজতলার চারা সুবিধাজনক আকারে ভাগ করে নেয়া যায় এবং শিকড় বাইরে রেখে রোল করে নেয়া যেতে পারে। ডাপোগ পদ্ধতির চারা আকারে খুব ছোট ও দুর্বল থাকে বিধায় রোপণের মূল জমিতে অতিরিক্ত দাঁড়ানো পানি রাখা যাবে না, এতে চারা মারা যেতে পারে। এজন্য জমি সমতল করা জরুরি, যাতে কোথাও দাঁড়ানো পানি না থাকে। প্রতি গোছায় ৬-৮টি করে চারা রোপণ করতে হবে। সাধারণত ডাপোগ বীজতলার চারা ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাদাময় বীজতলায় উৎপাদিত চারা একই রকম ফলন দিয়ে থাকে। ডাপোগ পদ্ধতির চারা ব্যবহারে বরং ধানের জীবনকাল কিছুটা কমে আসে।

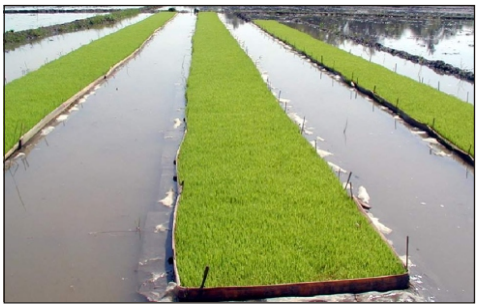

ডাপোগ বীজতলায় ধানের চারা

মাঠ পর্যায়ে ব্রি ধান২৯-এর ফলন ও জীবনকালের উপর ডাপোগ ও কাদাময় বীজতলায় উৎপাদিত চারার প্রভাব ঃ

চারার প্রকার	ফলন (টন/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)
ডাপোগ বীজতলা	৬.৬৮	১৫৪
কাদাময় বীজতলা	৬.৩২	

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd